কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 FEB 2016
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম 2

নিষিদ্ধ নোট বই পাঠ্য

নাসরুল আনোয়ার, হাওরাঞ্চল ▷

সরকার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই বিনা মূল্যে দিচ্ছে। খোলাবাজারের নোট বই নিষিদ্ধ করা হয়েছে বহু আগেই। স্কুলগুলোতে বাইরের নোট বই পাঠ্য করলে শাস্তিরও বিধান রয়েছে। তার পরও পাঠ্য হিসেবে চড়া দামে নিম্নমানের এসব বই ঠেকানো যাচ্ছে না। কিশোরগঞ্জের বেশির ভাগ স্কুল অন্যান্য বারের মতো এবারও যথারীতি এসব বই পাঠ্য করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘুষের বিনিময়ে নিষিদ্ধ নোট বই পাঠ্য তো হচ্ছেই, তার ওপর রীতিমতো টেন্ডারের মাধ্যমে আগ্রহী প্রকাশনা সংস্থার লোকজনের উপস্থিতিতে দরদাম করে বই নেওয়া হচ্ছে। অবৈধ বই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করে স্কুলগুলো মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এ টাকায় সংশ্লিষ্ট স্কুল কমিটির লোকজন শিক্ষকদের নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণে যাচ্ছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শিক্ষকরা জানান, শিক্ষা বোর্ডের বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামারের চেয়ে এসব বইয়ের মান অনেক খারাপ। আবার দামও অনেক বেশি ধরা হয়। অথচ বছরের পর বছর ধরে কাজটি করা হলেও তা বন্ধে কোনো উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। পরিসংখ্যান মতে, জেলায় প্রতিবছর কমপক্ষে ৪০ কোটি টাকার নোট বইয়ের অবৈধ বাণিজ্য হয়। অনেক শিক্ষক বাণিজ্যের নেতৃত্বে রয়েছেন। এ ছাড়া বরাবরই রাজনৈতিক দলের একশ্রেণির নেতা এ খাত থেকে অন্যায় সুবিধা ভোগ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসক জি এস এম জাফরউল্লাহ জানান, নিষিদ্ধ নোট বই পাঠ্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের বলা হবে। অবৈধ বইয়ের প্রবাহ ঠেকাতে প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। জেলায় সম্প্রতি যোগদান করায় তিনি এ সম্পর্কে জানতে পারেননি জানিয়ে বলেন, 'অবৈধ বাণিজ্য রোধে আমরা সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেব।'

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বাজিতপুরের সরারচর শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলনায়তনে গত ৩১ জানুয়ারি শিক্ষকদের উপস্থিতিতে নোট বইয়ের 'টেন্ডার' হয়। অংশ নেয় পপি পাবলিকেশনস, আদিল ব্রাদার্স ও কনফিডেন্স পাবলিকেশনস। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন শিক্ষক জানান, পপির প্রতিনিধিত্ব করেন ওই স্কুলেরই একজন শিক্ষক। তিনি প্রথমে তিন লাখ টাকা ডাক তোলেন। পরে আদিল ব্রাদার্সের এক প্রতিনিধি সাড়ে তিন লাখ টাকার প্রস্তাব দেন। এরপর কনফিডেন্সের প্রতিনিধি আকবর হোসেন তাদের বই পাঠ্য করা হলে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে জানান। সর্বশেষ পপির পক্ষে চার লাখ পাঁচ হাজার টাকা 'ডাক' দেওয়া হলে এ প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

শিক্ষকরা জানান, 'পাঠ্য' নোট বই সামান্য যাচাই-বাছাই না করে শিবনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সীতা রানী দত্ত ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পপির নোট বই কিনতে শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেন। তবে জানতে চাইলে সীতা রানী দত্ত প্রথমে টেন্ডারের কথা বেমালুম অস্বীকার করেন। পরে এ প্রতিবেদকের হাতে প্রমাণ আছে জানালে তিনি জানান, সাক্ষাতে এ বিষয়ে কথা বলবেন। এত টাকা দিয়ে কী করা হবে জানতে চাইলে সীতা রানী বলেন, 'টাকা তো এখনো হাতে পাইনি। পেলে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

সূত্র মতে, সরারচর সৌদামিনী সুরবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পপির নোট বইই 'পাঠ্য' করেছে। তারা উৎকোচ বাবদ পেয়েছে এক লাখ টাকা। এ টাকায় শিক্ষকরা ২৮ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি চার দিন কক্সবাজার ও সেন্ট মার্টিনসে প্রমোদ ভ্রমণ করে এসেছেন। পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয় 'পাঠ্য' করেছে কনফিডেন্সের বই। এরা পায় এক লাখ ১০ হাজার টাকা। পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু বকর সিদ্দিক নোট বই 'পাঠ্য' করে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে জানান, এসব টাকা-পয়সার মধ্যে তিনি নেই। কমিটির লোকজন ও অন্য শিক্ষকরা এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে পারবেন। তবে তিনি জানান, প্রকাশনা সংস্থার টাকায় শিক্ষা ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে।

কুলিয়ারচর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় পপি পাবলিকেশনসের বই দুই লাখ টাকায় 'পাঠ্য' করেছে বলে জানা যায়। প্রধান শিক্ষক শাহ মো. ফজুল হক জানান, তাঁর স্কুলের শিক্ষার্থীরা নতুন নোট বই না কিনে পুরনো বই সংগ্রহ করে ফেলে। যে কারণে প্রকাশকরা টাকা কম দেয়। এবার পপি দেড় লাখ টাকা দিয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, টাকাটা স্কুলের তহবিলে জমা করে দেওয়া হবে। লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয় পপির বইই 'পাঠ্য' করেছে। ওই স্কুলের এক শিক্ষক নাম গোপন রাখার শর্তে জানান, তাঁর স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যেই এক লাখ টাকা নিয়েছে।

তবে কুলিয়ারচরের আগরপুর গোকুলচন্দ্র (জিসি) উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মজিবুর রহমান বলেন, টাকার বিনিময়ে নোট বই 'পাঠ্য' করে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর মতে, শিক্ষা বোর্ড সহায়ক হিসেবে যেসব বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই দেয়, তা-ই যথেষ্ট। তাঁর স্কুলে নিষিদ্ধ নোট বই পাঠ্য না করতে সহকারী শিক্ষকদের তিনি বলে দিয়েছেন।

কনফিডেন্স পাবলিকেশনসের কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি মতিউর রহমান জানান, সরারচর শিবনাথ স্কুলে তাদের প্রকাশনীর পক্ষ থেকে তিন লাখ ৮০ হাজার টাকার প্রস্তাব করা হয়েছিল। পপি টাকা বাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

শিক্ষক সমিতির সদস্য ও মাধ্যপাড়া শহীদ স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম জানান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকেই প্রতিবছর উপজেলাব্যাপী নোট বই 'পাঠ্য' করা হয়। এবার ওই প্রকাশনীর পক্ষ থেকে কত টাকা উৎকোচ নেওয়া হয়েছে জানতে চাইলে তিনি জানান, এ তথ্য সমিতির অন্য নেতারা দিতে পারবেন। সমিতির সভাপতি ও বেতাল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নূর মোহাম্মদ দাবি করেন, উৎকোচ ছাড়াই তাঁদের শিক্ষক সমিতি উপজেলার স্কুলগুলোতে নোট বই 'পাঠ্য' করে।

আদিল ব্রাদার্সের জেলা প্রতিনিধি মো. রওশন মোল্লা জানান, সরারচর শিবনাথ স্কুলের টেন্ডারে ঢাকা অফিসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 'টেন্ডার' না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'আমাদের ডাক কম হওয়ায় আমরা পাইনি। পপি পেয়েছে।' অবৈধ নোট বইয়ের বাণিজ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'সারা দেশেই তো এ ব্যবসা চলছে।' তাঁর উল্টো প্রশ্ন, 'লাইসেন্সে মদের ব্যবসা চলতে পারলে বই চলবে না কেন? বই তো আর মদের মতো ক্ষতিকর নয়!'

অনুসন্ধানে জানা গেছে, জেলা সদরসহ কিশোরগঞ্জের ২৫৩টি উচ্চ বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ স্কুলই নিষিদ্ধ নোট বই 'পাঠ্য' করে আসছে। ২০০১ সালের পর থেকেই চলছে এ অবৈধ বাণিজ্য। এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, প্রকাশনা সংস্থাগুলো এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি ও নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের ম্যানেজ করেই কাজটি করছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর কমপক্ষে ৪০ কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন করা হচ্ছে।